বিষাদ ও অশ্রু।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত

কলিকাতা, ১৩ নং জোড়াবাগান হইতে
শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।
১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি-যন্ত্রে"
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০১ সাল।

[মূল্য ।৷০ আট আনা।

বিষাদ ও অশ্রু।



বিষাদ ও অশ্রু।

ডুবিয়াছি বিষাদ সাগরে,
মনোসাধে আঁধারে মগন ;
মনোসাধে পাই মনোব্যথা,
সাধে করি অশ্রু বরিষণ।

দুঃখের উচ্ছ্বাস বহে প্রাণে,
উচ্ছ্বাসে অধীর মনোপ্রাণ ;
সাধে প্রাণে সহি এ যাতনা,
সাধে প্রাণ কাঁদে অবিশ্রাম।

কোন দিকে দৃষ্টি নাহি চলে,
এ আঁধারে পথ নাহি পাই ;
নাহি জানি প্রাণের বাসনা,
অন্ধকারে কোথা ভেসে যাই

সুধু দুঃখ সুধুই বিষাদ,
প্রাণ ভরা সুধু অন্ধকার ;
প্রাণের শোণিত রাশি
এই অশ্রু জল
বহে প্রাণে দুঃখের উচ্ছ্বাস !

কেন কাঁদি ?

কেন কাঁদি ?
কেন অশ্রু করি বিসর্জ্জন ?
আসিয়াছি নিভৃত নিলয়,
একটিও সাথী নাই,
একটিও প্রাণী নাই,
একটি গাছের পাতা
কাঁপেনাকো হায় !
একটিও সাড়া শব্দ শুনা নাহি যায়

কেন যেন জীবন উদাস,
নাহি পাই শীতল বাতাস ;
কেবলি আঁখির জল
বয়ে যায় বয়ে যায় !

সেই যে পুরোণো কথা,
এত দিন ভুলেছিনু,
আজ আবার কেন মনে হয় ?

কল্পনা সাগর দিয়া,
দুঃখের তরঙ্গগুলা,
হৃদিতটে কেন লাগে হায় ?
বাঁধিতে পারিনা বুক
ভেঙে যায় ভেঙে যায় !

একদিন সুখ ছিল,
এ হৃদয়ে শান্তি ছিল ;
প্রাণ ভরা আশা ছিল
কোথা গেল কোথা গেল ?

সকলি কি অবসান ?
ফুল্ল ফুল ম্রিয়মাণ ?
এমনি বিরলে বসি
একেলা কাঁদিতে হল ?

কেন কাঁদি ? কেউ কি কাঁদায় ?
প্রাণে মোর বিষ ঢেলে দেয় ?

বিষে মাখি দুঃখময় বাণ,
কেউ মোরে করে কি সন্ধান ?
মনোদুঃখে কেঁদে মরে প্রাণ !
কেউত করে না জ্বালাতন,
তবে প্রাণে কিসের বেদন ?
নিশি দিন স্থধু চেয়ে থাকি,
প্রাণ ভরি কতই নিরখি !
মন খুলে কই কত কথা,
কেন নাহি ঘোচে মনোব্যথা ?
কেন করি অশ্রু বিসর্জ্জন ?

কেউ কি কুকথা কয় মোরে ?
বুঝি কয় না !
কেউ কি কাঁদাতে চায় মোরে ?
বুঝি চায় না !
তবে কেন ভাসি দুখনীরে ?
কেন আঁখি অবিরাম ঝরে ?
কেন প্রাণ বিষাদে মগন ?

কমল ফুটিলে সরোবরে,
সে কুস্থমে কীটাণু লুকায় ;

নীরবে দংশন করে তারে ;
নীরবে (সে) আঁধারে মিশে যায় !

বিষাদ কি সেধে এসেছিল ?
এমন কি এসে থাকে ?
সেধে এসে হৃদে বসেছিল ?
এমন কি বসে থাকে ?
আমি তায় করেছি যতন,
নহিলে সে কেনবা আসিবে ?
সে আমার সাধনার ধন,
তা না হলে কেন কথা কবে ?
নিরবধি তার সনে মিশি,
চেয়ে থাকি বিষাদের পানে,
বিষাদ সাগরে যাই ভাসি,
কই কথা বিষাদের সনে,
বিষাদ আমায় ভালবাসে,
আমি তারে ভালবাসি প্রাণে,
যখন সে হেথায় এসেছে,
তখনি মিশেছে আমা সনে,
মেশামিশি ভালবাসা যবে,

বিষাদ ও অশ্রু।

বিষাদ কি হেসেছিল তবে ?
হাসিবে সে ? হাসি কোথা পাবে ?
হাসিলে বিষাদ ঘুচে যাবে,
সুধু হাসি পাবে !
কেঁদে কেঁদে কাঁদিতে শিখেছি,
বিষাদ কাঁদিতে ভালবাসে ;
হাসি যেন কবে ভুলে গেছি,
সেত আর কাছে নাহি আসে।
প্রাণ ভরে কাঁদে কত জনে,
আমি কই বিষাদের কথা।
তারা ত কাঁদে না আমা সনে,
তারা ত বোঝেনা মনোব্যথা।
হেসে হেসে হাসিতে পেয়েছে,
কাঁদিতে ত নাহি পায় তারা,
কাঁদিলে হাসিত যাবে ঘুচে,
আর নাহি দিবে এসে সাড়া,
হেসে তারা কিবা সুখ পায়,
বিষাদ পশেনা সে হিয়ায় ;
মলিনের হৃদয়ে বিষাদ,
প্রাণের ঘুমন্ত অবসাদ ;

মলিনের স্থধু অশ্রুজল,
মলিনের দুঃখই সম্বল,
মলিনের অশ্রু বিসর্জ্জন,
মলিনের মলিন বদন,
দুঃখের তরঙ্গ বুকে ধরা।
দুঃখভরে স্থধু কেঁদে পড়া !

কল্পনা সম্বোধন।

ডাকি তোরে দীন হীন আমি,
কল্পনারে আয় আয় আয় !
কোমল আঁচল বাতাস দিয়ে,
পাখীরে ঘুম পাড়া'তে যেয়ে,
কেন ফিরে আসিলিনা আর ?
আয় আয় কল্পনা আমার।
আজ আমি পেয়েছি যে ব্যথা,
বলি তোরে আয় আয় আয়,
প্রাণ পাখী ঘুমাইতে চায় ;
খুঁজে তোরে কোথাও না পেয়ে,
পাখী মোর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে,

কেঁদে কেঁদে উড়ে যেতে চায়,
তাই তারে ঘুম পাড়া এসে,
নহিলে সে রবেনা হেথায়।
আয় সখি আয় আয় আয়!
ঘিরিয়া নবীন মেঘে হাসিয়া হাসিয়া।
দামিনীরা খেলিয়া বেড়ায়;
কোথা তুই র'লি এ সময়?
ওরা যেন কেমন হয়েছে,
সখি তুই আয়লো হেথায়;
ছুঁড়ীদের আদব দিবিলো,
সরে যাবে মেঘটীর ছায়;
মুখগুলি ঢাকিয়া দিবিলো,
বিমল কোমল ঘোমটায়।
বৌ গুলো বাড়ীর বাহিরে,
আয় তুই হেথা চলে আয়!
লজ্জায় এমনি সরে যাবে,
দেখে শুনে হাসি পাবে সখি,
কল্পনারে আয় আয় আয়!
আছে হেন একটি আলয়,
প্রাণের এমনি নিরালায়,

যেথায় আলোক নাহি পশে,
চোখ বুজে আঁধারের ছায়।
শত শত জানালা ভেদিয়া।
আঁধারের মুখ দেখে।
ভয়ে ভয়ে কোথা সরে যায়।
সে আলোক আঁধারে ডোবেনা,
সে আঁধার পরশ করে না,
সে আলোকে আঁধার টুটে না।
আলো যেন প্রাণে ভয় পায়,
আয় মোর হৃদয়ের ধন,
আমি তোরে রাখিব সেথায়।
সখিরে এমনি নিরালায়,
সাড়া শব্দ পশেনা সেথায় ;
ভীষণ আঁধার রাশি,
ঘেরা ঘিরি করি সবে,
চারিদিকে রয়েছে সেথায়।
হয়'ত অনেক বাঁশী বাজে,
একটিও পশেনা সেথায়,
হয়ত অনেক গান,
হয়ত অনেক তান,

আসে যায় হেথায় হোথায়,
একটিও শুনা নাহি যায় ;
আয় আয় কল্পনা আমার,
আয় তোরে রাখিলো সেথায় !
আজি সখি আঁধারে আঁধারে,
পাতিয়াছি তোমার আসন,
নিরালায় ভালবাস ব'লে,
বেছে দিনু হেন নিরালায়,
সাড়া শব্দ পাবেনা কখন।
হয়ত এমন হতে পারে,
দু'একটি ভাঙা আলো,
রয়েছে আঁধারে পড়ে,
আঁধার সাগর ভেদি,
আলো সনে মিশিতে না পেয়ে,
ঘুচিল না আঁধারের কারা,
আঁধারেই হয়ে গেল সারা,
আঁধারে রয়েছে হায়,
স্বধু অন্ধকারময়,
চকিবেনা তোমার নয়ন !
সেই আঁধারের মাঝে,

অবিরাম অবিশ্রাম,
পাখী মোর সুধু কাঁদে হায়।
হাতখানি দিয়ে সখি !
দেখ্‌সে পিঁজিরা মাঝে
পাখী তোরে ডাকিতেছে আয়
না জানি পিঁজিরা ভেঙে
কবে পাখী উড়িয়া পালায়।
সুকোমল হাতখানি
বুলিয়ে দে গায় ওর,
গলায় পরায়ে দেলো
প্রেমের শিকলি তোর
সাধ নাহি হয় যেন
ভাঙিতে এ ঘুম ঘোর ;
কল্পনার ভাবে সখি
পাখিটী থাকুক ভোর।
বুকে তুলে লও এসে হেথা,
বুকে তোমার লুকাইতে চায়।
নিরাশ্রয় ভালবাস বলে
এ আসন পেতেছি হেথায় ;
আজি এ ঘুমের ঘোরে

পাখী তোরে ডাকিতেছে আয়
তুই যদি হেথা না আসিবি,
সাধের পিঁজিরাখানি
ভেঙে কবে চলে যাবে,
শূন্য খাঁচা পড়ে রবে হায়,
তাই ডাকি দীন হীন আমি,
কল্পনারে আয় আয় আয়।

আপ্‌না হারা।

ভোলা মন আপ্‌না ভুলে
আপন পানে চায় না!
তটিনী ধায় উজানে
ফিরে ঘরে যায় না।

ফুলেরা আপ্‌না হারা,
অলিত মাতোয়ারা,
ভানুত প্রেম পাসরা
ঘরে পড়ে রয় না।

পাখীত আপনি সাধে
বিষাদে আপনি কাঁদে,

আঁখিত আপনি ঝরে
শুকিয়ে পড়ে রয় না !

লতাটী আপ্‌না ভুলে
তরুর গায় পড়ে ঢ'লে,
তরুর গায় ঘুমিয়ে পড়ে
সুখ যেন টুটে না !

হাওয়াত আপনি সেধে,
ডেকে লতার ঘুম ভেঙেদে,
লতাটী কেঁপে মরে,
আঁখির সরম ভাঙে না !

পাতারা দুলে দুলে,
লতারে সর্‌তে বলে,
লতাত যায় না সরে
ব্যথা বুঝি সবে না !

আমরি কি লজ্জাশীলা,
কথাটী কয়না বালা,
রূপে ওর বনটী আলা,
রূপের গরব করে না !

ভাবে প্রাণ উছ্‌লে পড়া,
নীরবে কয় কথা ওরা,
বোবা ভাষা দেয় গো সাড়া
তবু কথা ফোটে না !

কেউ যদি ছোঁয় ওরে,
বুক খানি ভেঙে পড়ে,
একটি কথা কয় না ফিরে,
আঁখির বারি ঝরে না !

ঢলে ঢলে গলে পড়ে,
শুকিয়ে ভূঁয়ে নু'য়ে পড়ে,
বিষাদিনী লজ্জাবতী
মাথাটী আর তোলে না !
আঁখির বারি ঝরে না ! !

হরিষে বিষাদ।

কেন কাঁদে প্রাণ ?
কেন আঁখি ঝরে ?
কেনরে বিষাদে ভাসিয়া যাই ?
ব্যথিত হৃদয় কি যাতনা হায় !

একিরে অনল একি বিষময়!
কেন প্রাণে আজি এত ব্যথা পাই?
কেন এত বিষ অন্তরে আমার?
এত সুধা রাশি ফুরাল এবার,
সুধু বিষ ভরা সুধার ভাণ্ডার,
জ্বলেরে অনল প্রাণে অনিবার।
কিবা আলো ছিল, একি অন্ধকার!
এত হাসি পেয়ে কেন কাঁদি আর?
সুখে ভেসে ভেসে দুখে ডুবে মরা;
পথে যেতে যেতে কেন ভেঙে পড়া?
হরিষে সজনি বিষাদ আবার।
বিদরি পাষাণ পড়ে বারি ধারা;
বিষের জ্বালায় অঙ্গ জ্বলে মরা;
অনলের তাপে সুধু গলে পড়া;
নিশি কেঁদে কেঁদে ফুল গেছে মারা;
অলি ডেকে ডেকে নাহি পেল সাড়া,
সুধু প্রাণে লয়ে বিষাদের ভরা,
কবে চলে গেল আরত এল না।
কেন দুঃখরাশি অন্তরে আমার?
কেন রে হৃদয় এত অন্ধকার?

ও কে জ্বেলে দিল ওই অগ্নিরাশি ?
ওরে দগ্ধ প্রাণ কোথা যাও ভাসি ?
কেন হৃদয়ের ব্যথা ঘোচে না ?
এ দুঃখ হৃদয়ে আর ধরে না ;
আঁখি ফেটে যায় আর ঝরে না ;
ভাব কেঁদে মরে কথা সরে না ;
ব্যথিত বেদন কেউ বুঝে না ;
এত ব্যথা প্রাণে বুঝি সবে না ।
আমি কেঁদে মরি ঊষা হাসি পায় ;
ওই সমীরণ হেলে দুলে যায় ;
ওই পাখী দুটী কিবা গান করে,
ফুল দেখে দেখে হেসে ঢ'লে পড়ে ;
ওরাত আমার ব্যথা বোঝে না ;
প্রাণে কেঁদে মরি কেউ শোনে না ;
ব্যথা কাকে বলে ওরা জানে না ;
বুঝি তাই হবে,—ওরা জানে না ;
কেন কাঁদে প্রাণ ওরা বোঝে না,
বুঝি তাই হবে,—ওরা বোঝে না ।
চিরসুখে ভাসে ব্যথা আসে না,
ব্যথিত বেদন তাই বোঝে না ।

স্থধু চেয়ে থাকে স্থধু হাসি পায়,
ব্যথা চলে যায় কাছে আসে না।
হরিষে বিষাদ বুঝি ঘটে না!
সারা নিশা জেগে গাঁথি ফুলহার,
কেন ছিঁড়ে গেল মম প্রিয় তার?
আমি দিশা হারা পথ নাহি পাই;
কোথা যাব বলে কোথা চলে যাই।
আশা ফুটে ছিল সেত চলে গেছে;
স্থধু প্রাণ ভরা বিষাদ রয়েছে,
ওইত সজনি বিষাদ আসিছে,
ওই সে বিষাদ,—ওই ভয়ঙ্কর!
কেন হেঁসে হেঁসে স্থধু কেঁদে পড়ি?
স্থখে ভেসে ভেসে দুখে ডুবে মরি?
শরদের শশী কেন রে আঁধার?
হরিষে সজনি বিষাদ আমার?



ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভালবাসা।

আমি বড় ভালবাসি তারে,
তাই স্থধু এসেছি হেথায়,

সেত থাকে কতই অন্তরে,
দরশন দিতে নাহি চায় !
আমিত দেখিতে চাই তারে,
সেত কভু দেখে না আমায়,
সে আমায় বড় ঘৃণা করে,
তবু প্রাণ তার পানে ধায় ।
প্রাণ ভরি দেখি যদি তারে,
তা হলে বড়ই ভালবাসি,
যতক্ষণ নাহি দেখি তারে,
কেঁদে কেঁদে দুখনীরে ভাসি ।
সে আমার কাছে নাহি আসে,
আমি তারে অন্তরে রেখেছি
হৃদয়ের সব দিছি তা'রে,
পৃথিবীর সব ভুলে গেছি ।
ভালবাসা কোথায় আছিল ?
কে আনিল সম্মুখে আমার ?
স্বর্গের কুমারী ভালবাসা ;
কে খুলিল স্বর্গের দুয়ার ?
সাগরের বারি ভালবাসা,
ভালবাসা আকাশের তারা,

আজ যেন বাণ ডাকিয়াছে ;
ধরায় এসেছে ছুটে তারা।
সাগর তরঙ্গ তুলিয়াছে
এ তরঙ্গ আর ঘুচিবে না,
তারাগুলি ফুটেই রয়েছে,
আঁধার হেথায় আসিবে না।
আমি আজ অমিয়া পেয়েছি,
সেরে গেছে বিষের যাতনা,
অমিয়া কি কখন দেখেছি ?
দেখেছি কি ? মনেত পড়ে না
বিষ কি আমার কাছে ছিল ?
তা হলে কি এত ভালবাসি ?
এরি মাঝে কোথায় লুকা'ল ?
ছিল তবে ; আমি ভুলে গেছি
ভালবাসা হেথায় ছিল না,
স্বর্গ-মাঝে বসতি তাহার ;
আমি তবে স্বর্গে চলে যাব ;
হেথা ফিরে আসিব না আর।
ভালবাসা কুহকের মেয়ে,
সে বড় মোহিনী মন্ত্র জানে ;

একবার আমা পানে চেয়ে,
সে যেন মিশেছে আমা সনে।
একি ঘোর কুহকে পড়েছি,
স্বপ্নে আমি,—কিবা জাগরণে ?
অমৃত, না গরল পিইছি ?
ধরায়, না এসেছি গগনে ?
আমি যেন সব ভুলে গেছি,
স্মৃতি আর কাছে নাহি আসে,
তাকেত কবেই হারিয়েছি,
কোথা যেন যাইতেছি ভেসে !
সব যেন স্বপন দেখিছি,
আশা যেন কোথায় গিয়াছে,
আমি যেন কোথায় এসেছি,
কেউ হেথা নাই মোর কাছে !
পৃথিবী কোথায় পড়ে আছে,
সমীরণ নাই হেথা আর !
দুরাশাত কবেই মিটেছে,
ঘুচে গেছে বিষাদ আমার !
কোন কথা কাণে নাহি শুনি,
কলরব পশেনা হেথায়।

নীরব রয়েছে যত প্রাণী,
শান্তি যেন পেয়েছে সবায় !
কত প্রেম যাইতেছে ভেসে,
পড়ে আছে কত সুধারাশি.
সে আমার ওইত এসেছে,
আমি যারে বড় ভালবাসি !!

পৌর্ণমাসী

হোথায় আলেয়া জ্বল্‌ছে কেন ?
ওই যামিনী হাস্‌ছে যেন !
যামিনীর ওই সিঁথিটী কেমন
অমিয় মাখানো হেন ?

অত অমিয় কোথায় পেলে ?
নিশি হাসিলে পড়ে গ'লে ;
নিশি কাঁদিলে মুকতা ফলে,
ঘুরে ফিরে এসে সমীরের বালা
বিলায় আঁচল ভরে !

পাষাণগুলা দাঁড়িয়ে থাকে
নয়নে বারি ঝরে !

এমন শ্যামল, এমন কোমল,
এম্নি রূপের খনি !

এমন রূপের রাশি,
কবে কে দিল সোণার শশী
ওর গুণের কথাটী শুনি ?

কোমল আঁধার এম্নি উজল
দেখিলে নয়ন ভোলে !

(আবার) সোণার ফুল তুলে এনে
জড়িয়ে দিয়েছে চুলে !

যেমন কোমল তেম্নি বিমল,
তেম্নি প্রাণের কবাট খোলা !

মরমে বালার সরম কত,
বে-বাসরের বৌয়ের মত,
ঘোম্‌টা ঢাকা চাঁদের আলা !

মলয়ের ওই ছোট মেয়েগুলা,
বাসর জাগাতে এসেছে যেন।
করি ঘেরা ঘিরি হোথায় এসে,
ছুঁড়িগুলা মুচ্‌কি হাসে ;

যামিনীর ওই ঘোম্‌টা ফেলে,
হেসে হেসে যাচ্ছে চলে,

জানালার পাশে দেবের মেয়েরা,
ওই মুখ পানে দিতেছে উঁকি,
রূপ দেখে বুঝি পেয়েছে সরম
দিতেছে কবাট মুদিয়া আঁখি।
দুটি ফুল ওই রয়েছে ফুটিয়া,
আর একটি ওই চাঁদের কোলে ;
সরসীর নীরে ফুটেছে কুসুম,
মেঘের কোলে বিজলি দোলে !
সাথী হারা সেই পাখিটী আমার,
ভুলে গেছে সব জঙ্‌লা বুলি ;
হারানো সঙ্গীর মায়াটী ঘিরিয়া,
দাঁড়িয়েছে যত কিরণগুলি ॥

উষা।

আহা কি দিব্যি মেয়ে ওই এসেছে !
মরা মালঞ্চে ফুল ফুটেছে !
নিশাতে লতা ঘুমিয়ে ছিল ;

বালাটী তারে জাগিয়ে দিল ;
তরুণ তপন ওই উঠেছে,
পাখীর ডাকে ঘুম ভেঙেছে।
শীতের ভয়ে লুকানো পাতা,
ওইত এসে তুলেছে মাথা।
পাখী বড় গান ধরেছে,
সমীর গিয়ে দাঁড়া'ল কাছে ;
কেঁদে নিশি জেগেছিল,
সকালে তাই ঠাণ্ডা হল।
থাম্‌লে পাখী যাচ্ছে চলে,
ফুলের মুখ মুছাবে বলে।
হাওয়া পেয়ে সরম ভুলে,
ফুলেরা দেছে ঘোম্‌টা ফেলে !
জলে ডোবা গোলাপ হাসে,
হাওয়া পেয়ে স্থখে ভাসে।
সমীর গিয়ে খবর দিল,
ঘুমোন অলি ছুটে এল।
ফুলের জলে মুখ ধু'য়ে ;
রেগে বঁধু চল্‌লো ধেয়ে।
ঠাণ্ডা বাতাস গায় লেগেছে,

তাইতে কুমুদ ঘুমিয়ে আছে।
ভোম্‌রা হেথা চলে আয় রে,
ঘুমোন ফুলে জাগিয়ে দেরে।
ঘুম্ ভাঙানো মধুর রবে,
ডাক্‌লে তারে জাগ্‌বে তবে।
গানের রাগে উঠ্‌বে জেগে,
দাঁড়ারে তুই যাস্‌নে রেগে।
অলিগুলো প্রেম জানে না,
ঘুমোন ফুলে জাগিয়ে দেনা।
ঊষার বদন দেখ্‌বে বলে,
নবীন ভানু এল চলে,
পুরুষ দেখ্‌লে সরম ধরে,
তাইতে ঊষা চায়না ফিরে,
ঊষাটী বেশ আদব জানে,
চায়না কারো মুখের পানে!
মুখ্‌খানি ওর ঘোমটা ঢাকা,
বিষাদ মাঝে হাসির রেখা
আমরি কি কোমল মেয়ে,
ছুড়ীগুলো ওকে দেখ্‌ছে চেয়ে!
ওদের প্রাণে বিষের ভরা,

দ্বেষে দ্বেষে যেন যাচ্ছে মারা !
ফুলের হাসি সয়না গায়,
বিষাদে আঁধারে লুকায়ে রয় ৷
ঊষার গায় চাঁদের আলো,
ঘুমোন চাঁদ ময়লা ভাল ।
চোকে কান্না মুখে হাসি,
ওই রূপ আমি ভালবাসি ।
জাগাতে ঊষা ভালবাসে,
জাগাতে তাই ধরায় আসে ;
ঊষা যদি হেথায় থাকে
তাহলেত সবাই জাগে ।
নিশা-শেষে এসে ধরায়,
উকি মেরে অম্নি লুকায়,
ঘোম্‌টায় মুখ ঢাকিয়া রয়,
নীরব ভাষায় ডাকিয়া যায় ;
ওই ডাকে কি ভারত জাগে ?
ঘুমোন ভারত ঘুমিয়ে থাকে !

অশ্রু

(সুখের ও দুঃখের)

যেজন পেয়েছে সুখের জীবন,
একটি কাঁটাও ফুটেনি পায় ;
একটি দুখের মলিন বদন,
কখন আসেনি কাঁদাতে তায়।

একটি বেদনা জাগিয়ে থাকে না,
পশিতে তাহার হৃদয়-নিলয় ;
একটি বিষাদ ভ্রমেও আসে না,
পরশিতে তা'র কোমল কায়।

সুখ-কুঞ্জবন-পরাণে তাহার,
সুখের কুসুম কতই ফুটে ;
পরাণ খুলিয়া সুধা ঢেলে দেয়,
ঘুমোন সৌরভ জাগিয়া উঠে।

সেই অগোচর কুঞ্জের মাঝারে,
অগোচরে বায়ু লুকায়ে বয়,
অগোচরে সেই মধুর সৌরভ,
বহিয়া বহিয়া ছড়ায়ে দেয়।

ক্ষুদ্র বিষাদের দু' একটি কণা,
যদিও মাথাটী তুলিয়া থাকে ;
অতি অগোচরে হৃদয়ের দ্বারে,
যদিও আঁখিটি মেলিয়া থাকে।

অমিয় সিক্ত বায়ুর হিল্লোলে,
সে বিষাদ আর সজীব থাকে না,
পাখিটী যেমন বিষাদে আকুল,
চাঁদের কিরণ সহিতে পারে না।

কি ভাবে বিভোর পরাণ তাহার,
কিবা অচঞ্চল সুখের স্বপন।
কত সুখ যেন উছলিয়া পড়ে,
মাতা'য়ে তাহার মোহিত মন।

অগোচর সুখে সে রহে মগন,
অগোচরে কত সুখ ভেসে যায়,
অগোচরে কত ফুল ফুটে থাকে,
অগোচরে কত অমিয়া লুটায়।

তারি সুখ তরে, তারি শশী তারা,
তার নীলাকাশে উদয় হয় ;

তারি সুখ-ভানু অরুণ-বিমানে,
তরুণ কিরণ ঢালিয়া দেয়।

তারি তরে আসে মলয় অনিল,
ফুলের সৌরভ ছড়ায়ে বয় ;
তারি তরে ওই কোকিল পাখিটি,
"কুহু কুহু কুহু" সঙ্গীত গায় !

যা'কিছু সুখের সকলিত তার,
অথবা সকলি সুখের ভরা ;
সমস্তই তার সুখের সংসার,
সুখময়ী এই বিশাল ধরা।

সেজন কেবল সুখে মাতোয়ারা ;
আত্মহারা প্রাণ হেথা এসেছে ;
সুখ-সাগরের সারাটী তুফান,
কবে এসে তার হৃদে পশেছে।

সারা নিশি দিন সুধু ঢেউ তোলা ;
সাগরের বুকে ধরে না আর ;
তবু নাহি টুটে, পুনঃ ঢেউ উঠে,
ঢেউ তোলা যেন ঘোচেনা তার।

অধীর হৃদয় সুখে উচ্ছ্বসিত
সুখ বুঝি প্রাণে ধরে না আর ;
তাই ঝ'রে পড়ে কত অশ্রু রাশি,
সুখের উচ্ছ্বাস নয়নে তার।

সবাইত কাঁদে এ ধরায় ;
সুখী যারা, কত কাঁদে তারা ;
কত হাসি, কত অশ্রু ধারা ,
সুখে বুঝি অশ্রু ঝ'রে পড়ে !
সুখ-নীরে বুঝি ডুবে রয় !

দুখী কাঁদে প্রাণ ফেটে যায় ;
দুঃখ বুঝি প্রাণে নাহি সয় ;
সুখ বুঝি কোথাও মেলে না ;

আলো বুঝি আঁধারে পশে না ;
হেরে ধরা সুধু দুঃখময় !

অতি ক্ষুদ্র আশা-লতাটীর
একটি অঙ্কুর হয়েছিল,
ভেঙ্গে গেল !

হৃদয়ের কুঞ্জবনে,
একটি সুখের ফুল,
জাগিল ফুটিবে বলে,
ফেটে ফেটে ফুটিল না
শুকাইল !

তপনের একটি কিরণ,
ভিক্ষা মাগি আনিলাম,
মনে মনে ভাবিলাম,
এমনি উজ্জ্বল হবে ;—
কেন বৃথা হেথা আসিলাম,
কেন আলো হেরিলাম,
দেখিতেই অমনি ফুরাল !

আমি দুখী,—আমি আত্মহারা ;
চৌদিকে দুঃখের কারা,
দিশাহারা, পথহারা,
আশাহারা, মতিহারা,
সংসার দুঃখের পারা ;
আমি ভাবিতেছি
প্রাণ আমার বুঝি দুঃখে গড়া !

মনে পড়ে স্বপনের মত,
কতক্ষণধরে ছিনু
সুখ সাগরের নীরে,
প্রাণ ভরি সুধু ভাসিতাম,
বুঝি ভেসে ভেসে ঘুমিয়েছিলাম,
তাই অগোচরে হেথা আসিলাম
দিশা নাহি পায় আঁখি
সুধুই ঝরিয়া মরে !

সেথায় কোকিল পাখী
সুধু দিন রাত্ বসি
শুনাত আমারে তার
সুধামাখা গান গুলি ;

মনে পড়ে স্বপনের মত,
আজো ওই ডাকিতেছ সেত,
আজো কি তেমনি সুধা ঢালে ?
আমি বুঝিতে পারি না
কেন প্রাণ বিষে যায় জ্বলে ?

মনে পড়ে ফুল গুলি
কেমন থাকিত ফুটি ;

তুলি আনিতাম আমি
ছোট ছোট জুঁই দুটি ;

এমন মধুর বাস
জাগিত সুখের আশ,
অঙ্কুরিত-আশা যেত
হৃদয়ের কাছে কাছে ;
পথহারা দুটি ঢেউ
জাগিয়া উঠিত পাছে !

গিয়াছে অনেক দিন,
দেখা শুনা নাই আর,
মনে পড়ে স্বপনের মত ;
আজো ফুল ফুটিয়াছে কত ;
তেমন মধুর বাস
আজো কি আছে ও ফুলে ?
বুঝিতে পারি না আমি
কেন প্রাণ যায় জ্বলে ?

আগে আমি হাসিতাম কত,
আজি কাঁদিতেছি ;
আমার প্রাণের মাঝে

কি যেন আছিল এক
আমি যেন তাকে হারিয়েছি !

প্রাণ যেন কেমন হয়েছে,
কথাটী কহেনা,
সুধু কেঁদে পড়ে রয় !
একটি বাঁশীর গান,
একটি চাঁদের আলো
পশেনা প্রাণের মাঝে হায় !

সারাটী আকাশ যেন
কেবলি মেঘেতে ঘেরা,
ভানুটী উঠে না ;

একটী তারার ফুল
না পারে ফুটিতে সেথা
আঁধার টুটেনা !

সারাটী সাগর মাঝে
সুধুই একেলা আমি
সাথী কেহ নাই !

একটি কোমল কথা,
একটি গানের তান
শুনিতে না পাই !

দুঃখের তরঙ্গগুলি
চারিদিক হতে যেন
ছুটে পড়ে প্রাণের উপর ।

সুধুই নয়নে বহে
প্রাণের উত্তপ্ত সেই
শোণিত আমার !

ক্ষুদ্র এ হৃদয়ে মোর
ধরেনা এ দুঃখরাশি
সুধু কেঁদে মরি !

পুষেছি অনেক দিন
প্রাণের ভিতরে
রেখেছি গোপন করি !

কেঁদেছি অনেক
গোপনে গোপনে
করেতে ঢাকিয়া আঁখি !

নয়নের জল
ঢেকেছি কতই
বসন আঁচলে রাখি।

নিশি দিন সুধু
বরষিয়া আঁখি
বিরস হয়েছে হেন ;

বিষাদে প্রাণের
শোণিত্ত টানিয়া
উগারিয়া দেয় যেন !

প্রাণের শোণিত,
এত দিই ঢেলে,
তবু ঘুচিল না পিয়াস তার !

তবু ঘুচিল না,
এ জনমে আর,
প্রাণের দুঃখের ভার !

যতই কেঁদেছি,
ততই দেখেছি,
তত বাড়ে প্রাণে দুখের ঢেউ !

জুড়াল না আর
তাপিত হৃদয়,
জুড়াবার বুঝি নাইকো কেউ !

প্রাণের মাঝারে
কেবলি সজনি
উঠিছে পড়িছে দুখের ঢেউ !!

বাসনা।

সুধু চেয়ে দেখা,
সুধু ফিরে থাকা,
কত ফিরে দেখা
তবু দেখেনা।

সুধু ছুটে যাওয়া,
সুধু ধর্ত্তে চাওয়া,
সেধে ধরা দেওয়া
তাও ধরে না।

সুধু ছুঁতে চাওয়া,
সুধু সরে যাওয়া,

সেধে ছোঁয়া দেওয়া,
সেত ছোঁয় না।

হেসে চলে যাওয়া,
কেঁদে ফিরে আসা,
কেঁদে ফিরে চাওয়া,
ফিরে চায় না।

কত হাসি পাওয়া,
শুধু ভেসে যাওয়া,
কত ডুবে থাকা,
হাসি আসে না

কথা বলি বলি,
ভাবে থাকি ভুলি,
আধ-ভাঙা ভাষা,
মুখে ফোটে না

কেঁদে সেধে আসা,
সেধে মান ভাঙা,
সেত রেগে থাকে,
মান ভাঙে না।

সুধু আপ্‌না হারা,
সব সঁপে দেওয়া,
সুধু ভুলে থাকা,
সেত ভোলে না।

তারে ছেড়ে দেওয়া,
তারে ফেলে যাওয়া,
তারে ভুলে থাকা,
ভুল হয় না।

ব্যথা সেরে যাওয়া,
আরো ব্যথা পাওয়া,
প্রাণে ব্যথা সওয়া,
তাত সয় না।

নব দুরাশায়,
প্রাণ মেতে যায়,
সুধু চলে যায়,
তাত মেটে না।

পুনঃ ধেয়ে যাওয়া,
কত বাধা পাওয়া,

স্রোতে ভেসে যাওয়া,
বাঁধ মানে না।

হাওয়া আসে যায়,
কত ঢেউ খায়,
ভাঙা আলো পায়,
তাই থামে না।

আধ চলে যায়,
আধ পড়ে রয়,
আধ কথা কয়,
আধ ভাষে না।

আধ হাস হাস,
আধ ভাস ভাস,
স্বধু আধ আধ,
আধ মেশে না।

এত আসা যাওয়া,
এত স্রোতে ভাসা,
এত ঢেউ খাওয়া,
প্রাণে সয় না।

তাই কেঁদে মরি,
তাই আঁখি ঝরে ;
আঁধারে মিশাতে,
তাই বাসনা।

অভিমান ও আত্ম-প্রবোধ।

আসিয়াছি দরশন আশে,
সে মুখ দেখিতে মন আশা ;
চায় মন তারি দরশন,
চায় প্রাণ তারি ভালবাসা।

কোথায় রয়েছে সেই জন ?
পূরিল না দরশন আশা।
বুঝি প্রেম নাহি তার মনে,
বুঝি সে বোঝে না ভালবাসা।

যত্ন করে পাই না আদর ;
সত্য কি রে এই ভালবাসা ?
এই কি রে প্রাণের মিলন ?
তার মনে নাহিকো পিয়াসা !

কেন তবে সহি এ যাতনা ?
সেধে প্রাণে এত ব্যথা পাই ?
বুঝিয়াছি প্রেম নাহি পাব ;
ফিরে নাহি আসিব হেথায় !

কেন আমি আসিব না হেথা ?
এখানে ত অনেক এসেছি ;
কেন নাহি সব মনোব্যথা ?
যাতনা ত অনেক সয়েছি।

কাঁদিতেই জন্মেছি ধরায় ;
কাঁদিতে ত বড় ভালবাসি ;
কাঁদিলে হৃদয় শান্তি পায় ;
পাই প্রাণে সে মধুর হাসি।

ভাল আমি বেসে থাকি যারে,
প্রাণভরি ভালই বাসিব ;
সে ভুলেছে ?—ভুলুক আমারে ;
আমি কেন তারে ভুলে যাব ?

ভুলে যাব ?—তারে ভুলে যাব ?
ভোলা কথা ভুলেই বলেছি।

তার নামে ভুল ভুলে যায় ;
আপনারে আপনি ভুলেছি।

সে যদি আমায় ভালবাসে,
আপনিই সে ভালবাসিবে ;
যে বাসে—সেইত ভালবাসে,
ভালবাসা সনে মিশে যাবে।

ভালবেসে ভালবাসি আমি,
তাই তারে আরো ভালবাসি ;
ভালবাসা সে বুঝি বাসে না,
তাই সে পরে না প্রেম ফাঁসি

না বাসে সে না বাসুক ভাল ;
সে যদি তাতেও ভালবাসে,
সে যেন না বেসে থাকে ভাল
সে যেন আপনি ভালবাসে।

কয়দিন ভালবেসে তারে,
পেয়েছি এতই ভালবাসা ;
দিছি কত, দিতেছি লুটায়ে,
তবু যেন ফুরায় না আশা।

ভালবাসা পেয়েছি হৃদয়ে,
তবে কেন আশাটী ঘোচে না ?
চায় প্রাণ প্রেম-বিনিময় ;
নাহি জানি কেন এ বাসনা ?

সেধে সব সঁপে দিছি তারে,
সেত এসে কিছুই ধরেনি ;
সে আমার কথাটী বলেনি ;
ভাল তারে আমিই বেসেছি।

এবে কেন বিনিময় সাধ ?
কেন চাই তারি ভালবাসা ?
কেন চাই তারি দরশন ?
কেন ফোটে নব নব আশা ?

ভালবাসা প্রাণে ভালবাসা ;
প্রাণে প্রাণে কিবা বিনিময় ?
আমি যদি আপনি না বাসি,
ভালবাসা কে দিবে আমায় ?

সেধে তারে দিছি ভালবাসা ;
কেন তবে নিতে আকিঞ্চন ?

আকিঞ্চন এসে বারে বারে,
কেন মোরে করে জ্বালাতন ?

ঘুচাইতে চাই আকিঞ্চনে ;
মন এসে করে মোরে মানা।
মনেরে বুঝিয়ে বলে দিছি ;
এ মানাত নাহি যায় শোনা !

ভালবাসা ঢেলে দিয়ে তারে,
প্রাণে আমি ভালই বেসেছি ;
কত প্রেম পেয়েছি অন্তরে,
আপনিই আপনা ভুলেছি !

আজি প্রাণে বিনিময় সাধ,
তাইত আসে না ভালবাসা ;
তাই প্রাণ ভালই বাসে না,
জেগে উঠে স্বধু মন আশা !

ভালবাসা সব সঁপে দেওয়া,
ভেঙে যাবে নিলে ভালবাসা ;
সঁপে দেব, ছেড়ে দেব,
আপনারি প্রেম-ডোরে

আপনি রহিব বাঁধা ;
উঠিবে না জেগে মন আশা !

অভিমানিনী।

বালা, সুখত হয়েছে তোর ?
দেখিস্ হোস্‌নে যেন ভোর !
ভোর হলে,—ভোর হ'য়ে যাবে
সুখের যামিনী তোর !

ভোরে তপন আসিবে বালা ;
আর হবে না রে ফুল তোলা ;
আর পাবিনে গাঁথিতে মালা ;
গাঁথা মালা তোর
বাসি হয়ে যাবে,
পাবি রে দারুণ জ্বালা !

বিনোদ তোমার
রবেনাকো হেথা,
কবে না একটি কথা ;
ফুরাবে সাধের প্রেম ;
মরম আগুনে

পুড়িয়া মরিবি
পাইবি হৃদয়ে ব্যথা!
আপনা আপনি
কাঁদিবি সজনি
কবি রে দুখের কথা।

এমন ডাগর এমন নয়ান,
হাসিভরা ওই মু-খানি তোমার;
কলঙ্কিত ওই চাঁদের বয়ান,
সরস কমলে বিষাদ আসার,
এমন রবে না আর!

হাসিটি তোর ফুরিয়ে যাবে;
মুখখানি তোর মলিন হবে;
ভানুর জ্বালায় আঁখি ফেটে যাবে;
সরমে মরমে সবে না আর!

কুসুম কোমল হৃদয়ে তোমার,
কীটানু বিষাদ পশিবে হেন;
মরমে মরমে ভেদিয়া ভেদিয়া,
মরম পাঁপড়ি ফেলিবে ছেদিয়া,
দেখিবি জগৎ আঁধার যেন!

পাবি সখি এক তাপিত প্রাণ,
কাঁদিবি শুনি পাখীর গান ;
দেখিবি যদি ফুলের হাসি,
দুঃখের সাগরে যাইবি ভাসি ;
এ জনমে সখি পাবেনাকো আর
(বারেকের তরে,—তিলেকের তরে)
হবে না হবে না হবেনাকো আর
সুখের বিকাশ পরাণে তোর !
কি ঘুমে মগন ! কি সুখ স্বপন !
কাঁচা ঘুম যদি ভাঙ্গে লো সজনি,
বুঝিবি কেমন কুহক ঘোর !
মনঃ প্রাণ তারে সঁপে দিস্ বালা,
বিনিময় সাধ হয় না যেন ;
ভুলিয়ে থাকিস্ চাস্‌নে ভুলাতে ;
ভুলাবার সাধ হয় বা কেন ?
সাধ হয় যদি আপনি কাঁদিবি
তারে কাঁদাবারে কাঁদিস্ কেন ?

সন্ধ্যা সম্বোধন।

সন্ধ্যারে, তুই আয় আয় আয়,
আমারে হাওয়া দিয়ে যা ;
সারাদিন খেটে খুটে সখি,
সবে এই আসিলাম ঘরে
তুই মোরে দেখা দিয়ে যা।
সারাদিন রোদে পুড়ে পুড়ে,
প্রাণে আজ পেয়েছি যে ব্যথা,
ব্যথা তুই সেরে দিয়ে যা।
বুকের প্রাণের মাঝে গিয়ে,
হাত খানি বুলিয়ে বুলিয়ে
ব্যথা মোর সেরে দিয়ে যা।
দেখ্ আসি হৃদয়ে আমার,
পশিয়াছে অনেক আলোক ;
পরাণের রন্ধ্র গুলা দিয়া,
হাওয়া সনে মিলিয়া মিশিয়া,
আসিয়াছে অনেক আলোক,
প্রাণ পাখী আলো দেখে দেখে
ওই কাঁপিতেছে থেকে থেকে,
ওগুলো নিবায়ে দিয়ে যা।

পাখী মোর পিঁজিরার মাঝে,
আঁধারে থাকিতে ভাল বাসে,
সখিরে আঁধার করে যা।
রন্ধ্র গুলা বুজিয়ে বুজিয়ে,
গায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে,
পাখীরে ঘুম পাড়ায়ে যা।
সন্ধ্যা রে ও রোদের কিরণে,
পাখী মোর ব্যথা পায় প্রাণে,
তাই তোরে ডাকিতেছে আয়
পাখী মোর সন্ধ্যা ভাল বাসে
ডাকে তোরে আয় আয় আয়
আমার প্রাণের কুঞ্জবনে,
ফুল গুলি ফুটাইয়ে দিবি ;
রোদে পুড়ে কত গুলা,
শুকায়ে গিয়াছে মারা ;
সেগুলা সজীব করে দিবি ;
আয় আয় আঁধারের সাজে,
সাঁঝের বাঁশীটী লয়ে আয়।
শীতল বাতাস বয়ে বয়ে,
আয় হেথা ত্বরা করে আয়।

ধীরে ধীরে হেলে দুলে সখি,
বাতাস দিবিলো মোর গায়।
কুসুমের বাস বিলাইয়া,
পাখীরে ঘুম পাড়াবি আয়।
আঁধারের আবরণে সখি,
চাঁদের আলোক ঢেকে দিবি ;
কাঁদা হাসা—আঁধারে আলোকে
মেশামিশি সন্ধ্যা তোর গায়।
দু'একটি তারকার ভাতি
সন্ধ্যা তোর আঁধারের ছায় ;
আয় সখি ত্বরা করে আয়।
সাঁঝের সে গান গুলি
পাখীটিরে শুনাইবি ;
গানের সে তান গুলি
পাখীরে শিখিয়ে দিবি ;
সাঁঝের সে গান গুলি শিখে
পাখী তোরে শুনাইতে চায় ;
তাই তোরে ডাকিতেছে আয়।
হয়ত সে গানের মাঝে
দু'একটা জঙ্লা বুলি

যদি শোনা যায়।
হয়ত সে ভাঙা গান গেয়ে
পাখী যদি প্রাণে ব্যথা পায়;
হারাণ সঙ্গীর কথা যদি মনে হয়
শোন্ তোরে বলি সাবধানে
হাওয়া দিস্ পাখীটির গায়;
সাঁঝের হাওয়া সে ভাল বাসে;
হাওয়া পেলে সব ভুলে যাবে,
ঘুমায়ে পড়িবে তোর গায়;
তাই তোরে ডাকিতেছি আমি
সন্ধ্যা তুই আয় আয় আয়।
সাঁঝের বাতাস দিয়ে দিয়ে,
হাত খানি বুলিয়ে বুলিয়ে,
পাখীরে ঘুম পাড়াবি আয়।
ওই পাখী ডাকিতেছে তোরে,
সন্ধ্যা তুই আয় আয় আয়!!



বিষাদ গান।

আয়রে আয় কাঁদ্‌বি যদি
আমার কাছে ছুটে আয়!
আমার প্রাণে আঁধার ভরা
(সেত) আঁধার মাঝে রইতে চায়!

তোমরা হেসে ফেল কাঁদ্‌তে পার না;
প্রাণের ব্যথা ঘোচেনা;
কাঁদ্‌লে পরে নয়ন ঝরে
মনের আগুণ নিভে যায়!

অমন হেলার ডাকে কান্না আসেনা;
হাসি সইতে পারে না;
খুসীর কাছে ঘেসেনা সে
আঁচল বাতাস সয়না গায়।

আমি কেঁদে কেঁদে কাঁদ্‌তে শিখেছি;
তারে ভাল বেসেছি;
আমি পরের সনে কইনা কথা
কইলে কথা ফুরিয়ে যায়।

সেত আমায় ফেলে রইতে পারে না ;
　সেত গরব করে না ;
আধ কথা কইতে জানে না ;
চোখে চোখে দেয়না দেখা
　মায়ার বুকে লুকিয়ে রয়।

আমার আঁধার প্রাণে হাসি আসে না,
　হাসি দেখ্‌তে পারি না ;
ফুলের হাসি দেখ্‌লে পরে
　রাগ করে সে চলে যায়।

আমি কেঁদে কেঁদে পাকা হয়েছি ;
　স্বধু কান্না পেয়েছি ;
আমার প্রাণ কাঁদানো হৃদয় কাঁদে,
　আঁখি দুটি ভেসে যায় !!

কুসুমে-কীট।

শোক, দুঃখ, হা-হুতাশ,
বিষাদ কীটাণুগুলা
　যারে তোরা দুর হয়ে যা

আমার হৃদয় মাঝে,
আমার প্রাণের কাছে
আর আসিস্ না।

প্রাণ মোর দলিয়া দলিয়া
করিয়াছ কঠিন পাষাণ;
কি যেন বিষের বাতাস
লেগে লেগে বিষাক্ত পরাণ!

বুঝি জ্বলে গেল ফুল
নাহি আর কোমল তেমন;
তোরা কুসুমের কীট যত,
সরে যা রে সরে যা রে
হেথা আর নাহি পাবি স্থান!

তোরাত ফুলের কীট
ফুলে রবি সরসে হরষে;
শুষ্ক ফুলে আছ কিবা আশে?
তোরা পাষাণের কীট ন'স;
তবে মরা ফুলে কেন কর বাস?

পাষাণের কীট যারা,
পাষাণ ভেদিয়া চ'লে যায় ;
নাহি ছোঁয় কুসুম কোমল,
হয়ত তেয়াগে উপে খায় ;

অথবা কোমল ব'লে
দয়া করে বুঝি ফেলে যায়।

তোমরা চিরকাল ফুলে ফুলে কর বাস
চিরকাল ফুলের অমিয়া লুটি খাও ;
চিরকাল গরল উগারি
ফুলের জীবন কর নাশ।

আহারে দারুণ কীট !
কোমল ফুলের কীট তোরা,
তোরা কেন কঠিন এমন ?
বুঝি না চিনিলি কুসুম কেমন !
বুঝি না বুঝিলি কোমল কেমন !
এমন অবোধ তোরা !

চিরকাল ফুলে থেকে
বুঝিলি না ফুলের গৌরব !

এমন কোমল, এমন মধুর
এমন সৌরভ !

এমন করিয়া হায়,
চরণে দলিস্ তায়,
প্রাণের শোণিত বিন্দু
শুকাইয়া যায় !

আরে ও অবোধ কীট,
কি করিলি হায় !

ও রে বিষময় কীট !
জগতের বিষ ছেড়ে,
কি লোভে পশিলি হা রে,
সুধা ভরা কুসুমের
কোমল হিয়ায় ?

মিটে কি পিয়াস্ তোর্
সুধার ধারায় ?

করিস্ অমিয়া পান
বিষ বিনিময় ?

কুসুমের সুকোমল অঙ্কে বাস !
কুসুমের হৃদয়ের শোণিত পিয়াস !

তোরা যদি না দলিতি,
নীরবে ফুটিতে দিতি ;

ফুলের সৌরভ জেগে
থাকিত হেথায় !

আমার এ জগৎ মাঝে,
প্রাণের সাধের ফুল-বনে
কেন তুই পশিলি রে হায় ?

যা রে যা রে দূরে যা রে,
ফুলময় দেশ ছেড়ে,
ফিরে নাহি আসিস্ হেথায় !

যা রে কোন বিষময় দেশে,
যেথায় ফুলটি নাহি ফোটে ?
যেথায় তপন নাহি উঠে ;
কেবলি সে আঁধিয়ায়,
চারিদিক হ'তে যেন
বিষমাখা বাণ গায় ফুটে !

নাই সেথা মালতী বকুল,
নাই সেথা বেল জুঁই,
একটী গোলাপ নেই
একটী সৌরভ যেন
ভুলেও যায় না ছুটে !
একটীও কোমল তেমন
নাইকো সেথায় !
যে মরিবে জ্বলিয়া পুড়িয়া
বিষের জ্বালায় !
সুষমা সুরভিময়
কুসুমের দেশে
কেন রে কীটাণু বিষময় ?
কুসুমে যে কীট রয়
এমনি সে বিষময়,
বিষাক্ত অনল শিখা
কুসুমের প্রাণে ঢেলে দেয় !!

সন্ধ্যা।

ওইত ওই গোলাপ হাসে !
সুখের প্রাণ দুখে ভাসে !
ওইত সমীর বয়ে যায় !
তাপিত প্রাণ কি শীতল হয় ?
পাখিরা ওই যাচ্ছে চলে ;
ডুব্‌ল ভানু নদীর জলে।
শীতল জলে শীতল হবে,
তাই কি ভানু এসেছে নেবে ?
ভানুর প্রাণে বড় ব্যথা ;
কমল কেন কস্‌নে কথা ?
ওটি ত শেষে কেঁদে যাবে ;
কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে রবে !
লতা-বধূর প্রাণে ব্যথা ;
ভানু-শোকে ঢ'ল্‌ছে লতা !
হাওয়ার ভরে পাতা দোলে ;
ফুলটি ভাসে আঁখির জলে !
হাওয়াটি ত ছুটে যায়,
ফুলের সৌরভ ছড়ায়ে রয় !

ফুলকুমারী তুফান গণে ;
থেকে থেকে চায় আকাশ পানে।
ওটি ত দেখ্‌ছি ডাগর মেয়ে ;
কপাট খুলে রইল চেয়ে !
একটী নয় ও ছু'টি তিনটী,
চেয়ে আছে মেয়ে ক'টি !
ওদের কিগো সরম নেই ?
তা'হলে কি আর দেখ্‌তে পাই ?
তা হলে কি আর এম্নি এসে,
হাস্‌ত চখের সাম্‌নে বসে ?
ঘোম্‌টা বুঝি দেয়নি ভু'লে ?
ছিল, ওরা দিয়েছে ফেলে !
সরম খেয়ে নড়েও না !
আঁখির পলক পড়েও না !
হতে পারে আইবুড় ঝি ;
অত বেহায়া তাই বলে কি ?
ওরা অত হাস্‌ছে কেন ?
দাঁড়িয়ে তরুটী দেখ্‌ছে যেন !
তরুর গায় পাতাটী নড়ে,
দাঁড়িয়ে ওকে উঁকি মারে ?

ফুলের পানে বারেক চায়,
আবার কেন লুকায়ে রয় ?
ওইত বুঝি হেথায় আসে ;
আহা কিবা মধুর হাসে !
ঝুর্ ঝুরে রয় সাঁঝের বায়,
গায়ের গন্ধ টেনে লয় !
গায়ে বুঝি ওর সুধা মাখা ;
ললিত করুণ ছবি আঁকা !
কত সুধা লুটিয়া দেয় ;
সুধার আসে অনিল ধায়।
ফুলেরা হাসে মাণিক ঝরে ;
সুধারাশি গলে পড়ে !
তরুর কোলে ঘুমা'ল লতা ;
সুধা পিয়ে ঘুচেছে ব্যথা।
তরুর প্রাণে আলো ভরা,
কি আনন্দে বিভোর ওরা !
ফুলের বুঝি ঘুম পেয়েছে ;
স্বপন দেখে উঠ্‌ছে কেঁপে !
আলো ভরা সুধার হাসি,
কিবা মধুর যাচ্ছে ভাসি !

বাগানে ওই গোলাপ ফুলটি ;
ওখানে ওই সোণার চাঁদটি !
চাঁদের প্রাণে বিষাদ নাই ;
ও তবে কি দেখ্‌তে পাই ?
বুকের ভিতর কাল রেখা ;
লুকান বিষ সুধায় ঢাকা !
এতকাল হেসে হেসে,
কান্না বুঝি ভুলে গেছে !
অমন করে কি কান্না পায় !
কাঁদ্‌লে ব্যথা সেরে যায়।
আগুণ যদি চেপে রাখে
কখন কি নিভে থাকে ?
কত সুধা অঙ্গ ভরা,
বিষে কেন জ্বলে মরা ?
সুখের প্রাণ বিষাদ ভরা,
সয়ে সয়ে ভেঙ্গে পড়া !
সুখের প্রাণে বিষাদ কোথা ?
সুধা মাঝে কেন গরল হোথা ?
ভুলে বুঝি বিষ খেয়েছে ;
কোমল হৃদয় দ'গ্ধে গেছে !

ঠাণ্ডা হাওয়া লাগ্‌বে ব'লে,
বুকের দুয়ার দি'ছে খু'লে!
এখানে বয় বিষাদ বায়,
তা'তে কি প্রাণ শীতল হয়?
বিলায়ে সুধা আঁচল ভরা,
বিষের জ্বালায় জ্বলে মরা?
সুধায় মরা বাঁচে না;
বিষের জ্বালা ঘোচে না!
চাঁদের প্রাণে বড় ব্যথা!
সুধায় ভারত দুখের কথা!
ঘুচাতে বিষাদ এসে হেথায়;
বিষাদ ভরে কোথায় লুকায়
মু'খানি ওর সুধা মাখা
হৃদয় মাঝে বিষাদ আঁকা!
ভিতরে কাল বাইরে আলো;
তার চেয়ে সুধু কালই ভাল!
চাঁদের আলো কি হেথায় সাজে!
ফুলের বাসে পরাণ মজে!
চাঁদ হারা ওই অমা নিশি,
তাকে আমি বড় ভালবাসি।

বিষাদে সুখ ভালবাসা,
সাধ করে দুঃখে ভাসা!
আঁধার ভারত আঁধার রয়;
তবে যদি ভানু উদয় হয়!

বিষাদিত তারকা।

তারকারে, তারকা আমার,
কি খেলা খেলিতেছিস্ বল্?
অন্ধকারে সব ডুবে গেল,
ফেলে তোরে সবে চলে গেল;
বন্ধুহীন সঙ্গীহীন তারা,
একা তুই জাগিয়া জাগিয়া
কি খেলা খেলিতেছিস্ বল্?
সারাটী আকাশ মাঝে তোর,
একটিও সাথি নাহি আর;
তবে আর কিসের লাগিয়া,
এ নিশিথে রয়েছ জাগিয়া?
কেউ তোরে দেয়নাকো সাড়া,
ঘুম ঘোরে অচেতন তারা;

তারা তোরে ফেলে গেছে বলে,
খুঁজে খুঁজে পথ নাহি পেয়ে,
কেউ তোর সাথি নাহি বলে
পথ হারা কক্ষভ্রষ্ট তারা
তাই কিরে কাঁদিতেছ বল্ ?
তারকারে, সুখের সাগরে,
এতদিন করিয়া সিনান,
কি বিষাদে আকুল পরাণ ?
বিশাল আকাশ মাঝে তোর,
একটিও সাথি মিলিল না ;
তুই যেন অচেনা অচেনা,
কারো সনে মিশিতে পার না ;
আকাশের তারাগুলি যত,
তারা যেন তোর কেউ নয়,
তারাত সকলে চলে গেল,
তুই সুধু কাঁদিতেছ হায় !
না জানি কোথায় ছিলি তুই,
উড়ে উড়ে এসেছ হেথায়,
সাথি হারা হয়েছিস্ বলে,
স্মৃতি হারা হস্ নাই বলে,

সেই পথে প্রাণ যেতে চায়।
খুঁজে পথ নাহি পাও বলে,
চেনা মুখ নাহি দেখ বলে
নিশিদিন কাঁদিতেছ হায়!
তারকারে হেন লয় মনে,
ছিলি তুই কুসুমেরি মাঝে
আলো দিতি বন উপবনে;
ছিলি তুই মলয় মরুতে,
জুড়াইতি তাপিত জীবনে;
ছিলি তুই যুবতীর হাঁসি,
(পূর্ণিমার অকলঙ্ক শশী)
বুঝিতার কণামাত্র খসি,
বায়ুভরে উড়ে উড়ে
গিয়াছিস্ সুদূর গগনে;
মনোদুখে মরিতেছ প্রাণে!
বুঝি তা না হবে!
ছিলি তবে বাঁশরীর স্বর,
মনঃপ্রাণ হরি নিরন্তর;
ছিলি তবে মেঘেতে বিজলী
খেলাইতি লয়ে মেঘদলে;

এবে তাহা ছাড়িয়া আইলি
তাই বুঝি ব্যথা পা'স্ প্রাণে ?
বুঝি তা না হবে !
ছিলি তবে সরসে নলিনী,
ফুটিতিস্ তপনের তরে ;
সংসারের লীলাখেলা বুজি
ভাল নাহি লাগিল রে মনে,
তাই অভিমানিনী নলিনী
সংসার ছাড়িয়া ভিখারিণী ;
তাই বুঝি কাঁদ দুখভরে ;
তাই বুঝি এসেছ আঁধারে !
তারকারে আঁধারে কি ছিলি ?
না না, অন্ধকারে নয়,
ছিলি তুই জোছনায়,
আলোমাঝে ছিলি !
আলোকে আলোকে মিলি, জ্বলিতে পুড়িতে ছিলি,
তাই কি রে জুড়াইতে আঁধারে আইলি ?
ছি ছি তারা আলো ছেড়ে আঁধারে আইলি ?
সেধে সেধে কাঁদিতে আইলি ?
মূর্খ তুই, জান না কি হায়, আঁধারে প্রাণ না জুড়ায়।

দুঃখের সমুদ্র মাঝে সুখ কি থাকিতে চায় ?
সুখ কি থাকিতে পারে নীরবে মরিয়া যায় !
সেধে কেন এসেছিস্ ডুবিতে এ আঁধিয়ায় ?
ছিলি তুই সুখের আবাসে,
আইলি দুঃখের পরবাসে,
পূর্ণ সুখ হতে খসে
ক্ষুদ্র এক সুখের কণিকা
তুই রে তারকা,
ডুবেছিস্ বিষাদসাগরে ;
হোথা আর সুখী নস্ তুই
মরিতেছ দুখভরে।
কাঁদ্ তুই,—কাঁদ্ তবে তারা ;
ডেকে ডেকে পেলিনাত সাড়া !
বুঝি সুখ হবে না রে আর ;
প্রাণভরে কাঁদ একবার।
সয়ে সয়ে এ মনোবেদনা, কেন ও কোমল প্রাণে
দিতেছিস্ দ্বিগুণ যাতনা ?
জানি আমি সবে না সবে না।
নীরবে থাকিস্ না রে আর,
দেখ যদি ঘোচে অন্ধকার !

তারকারে কাঁদিতে পার না,
প্রাণভরা এত ব্যথা তোর,
তবু তোর হাসিটি ঘোচে না?
সহিতেছ বুকের ভিতরে,
দুখে দুখে বুক যে বিদরে!
হেন ভাবে সয়ে সয়ে ব্যথা
যদি তুই না কাঁদিস্ তারা,
একটি দুঃখের কণা, এ জনমে ঘুচিবে না,
মরে যাবি দুখভরে।
তারকারে!
জানি আমি কাঁদিতে জান না!
তাই এত ব্যথা পাস্ প্রাণে,
তবু তোর হাসিটি ঘোচে না!
চিরকাল কাটাইলি হেসে,
অবশেষে এসেছিস্ ভেসে—
দূরে দূরে উড়ে এসে
সহিতেছ দুঃখের যাতনা!
বুঝি সে দেশের কথা স্বধু তোর মনে পড়ে!
সে দেশের যত বুলি স্বপ্নে যেন শোনা যায়!
বাজে তোর বুকের মাঝারে।

জ্বলে বহ্নি হৃদয় নিলয় !
প্রাণের শোণিত রাশি শুকাইয়া যায় !
পোড়া আঁখি ঝরিতে পারে না
মরমব্যথার ঘায় !
তুই যদি না কাঁদিবি তারা
প্রাণের বিষাদ ঘুচিবে না !
বুকভরা প্রাণভরা ব্যথা
মিছে হাসি আর হাসিও না !
হাসি চেপে রাখ্, সুধু প্রাণ খুলে কাঁদ্ ;
নয়নের জল বিনে
প্রাণের অনল নিভিবে না !
তারা তুই কাঁদিতে জান না,
কাঁদ্ এসে মোর সাথে ;
দেখিবি কেমন করে কাঁদে,
দেখিবি কেমন করে সাধে,
প্রাণের শোণিত রাশি
আসিবে ছুটিয়া নয়নের পথে !
নীরবে থাকিস্ না রে পড়ে ;
গাও গান বিলাপের স্বরে !!

আমি কে ?

বলে দে রে বলে দে আমায়,
আমি কে এ বিশাল ধরায় ?
ঘুচে গেছে ঊষার আলোক,
ঘুচে গেছে ভানুর কিরণ ;
ঘুচে গেছে সন্ধ্যার তারকা,
ঘুচে গেছে পূর্ণিমার হাসি
আমি স্বধু দুখনীরে ভাসি
ডুবিতেছি মেঘের মাঝারে
ডুবিতেছি ঘোর আঁধিয়ায় ;
বলে দে রে বলে দে আমায়,
আমি কে এ বিশাল ধরায় ?
ক্ষুদ্র আমি—অনন্ত-সংসার,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ সারি সারি,
হাতে হাতে করি ধরাধরি,
চারিদিকে ঘিরেছে আমার ;
চারিদিকে অনন্ত আঁধার !
কেন মিছে আশা জাগে মনে ?
কেন প্রাণে তরঙ্গ সঞ্চার ?

অন্ধকার আলোকিতে সাধ ?
আসিয়াছে শরদের শশী ;
সেত ওই মেঘের মাঝারে,
সাধ হয় উড়ে যাই হোথা,
ধীরে ধীরে সরায়ে দি মেঘে,
চাঁদের অমিয়া করি পান ;
সাধ হয় চাঁদের কিরণে
জগতের আঁধার ঘুচাই,
জগতের পিয়াস মিটাই।
আমার সাধের ফুলবনে,
একটি কুসুম ফুটে ছিল,
সে ফুলের হাসি দেখিতাম,
কুসুমের সৌরভ আসিয়া
পশিত এ প্রাণের মাঝারে,
আমি সুখে কত হাসিতাম ;
ফুলের সে হাসি ঘুচে গেছে,
সেই হ'তে কাঁদিতেছে প্রাণ
সেই হ'তে কল্পনা সুধায়,
একই কথা কত দিন কয় ;
সুধায়েছি মনেরে সে কথা,

মন বুঝি না জানে বারতা ;
আমি কে এ বিশাল ধরায় ?
আমি কে ?
চাঁদ এসে কতই ত হাসে,
কুমুদিনী কতই ত ভাষে ;
ফুল দল কইত ত ফোটে,
অলিরা কতই মধু লোটে ;
সমীরণ মৃদু মৃদু বয়,
লতা পাতা কত কথা কয়,
আমি স্নুধু আঁখি-নীরে ভাসি,
মনেরে স্নুধাই দিবা নিশি,
কে বলিবে আমি কে হেথায় ?
আমি কে ?
হেমন্তের তরুটী আমার,
কেঁপে কেঁপে গিয়াছিল মারা ;
থেকে থেকে সমীর আসিত,
কেঁদে কেঁদে ফিরে যেত কত,
ডেকে ডেকে নাহি পেত সাড়া
ভানু-ভয়ে শীত চলে গেল,
মুকুলিত হ'ল সে তরুটি,

ডালে আসি বসিল পাখিটি,
ফুল গাছে কুঁড়িটি ধরিল।
কাল যেটি আধ ফোটা ছিল,
মেখে ছিল মুখে আধ হাসি,
আজ ফুলে পরিমল ভরা,
অধরে ধরে না সুধা রাশি।
এ জনমে ফোটা ত হবে না,
চিরদিন মুদিত কি রব ?
ফোটা ফুল কতই হাসিছে,
আমি আর হাসিতে না পাব ?
সুধু আমি ভাঙা প্রাণ লয়ে,
বড় দুঃখ সাথীটি মেলে না,
নিশি দিন সবাই ত হাসে,
সুধু হাসে কখন কাঁদে না।
হাসে যারা তারা কি কাঁদে না ?
　　　　কে বলেছে ?
ফোটা ফুল শুকিয়ে পড়ে না ?
　　　　ভুল হয়েছে !
ফুল ফোটে আবার শুকায়,
তারা দল আকাশে লুকায়,

চাতক চাঁদের পানে ধায়,
চাঁদ হাসে আবার ফুরায় ;
সমীরণ হেলে দুলে চলে,
আবার সমীরে মিশে যায়।
ভাঙা প্রাণ বুঝেও বোঝে না,
ভাঙা কথা শুনেও শোনে না,
স্থধু ব্যথা পায়।
কাল কুঞ্জে কোকিল এসেছিল,
সুধা মাখা গান গেয়েছিল ;
আজ্ ত সে নীরবে রয়েছে ;
আজ্ ত শুনি না কোন কথা,
তবে বুঝি পাখী চ'লে গেছে ;
হেথায় বসন্ত এসেছিল,
তাই পাখী গান গেয়েছিল ;
আজ্ ত বসন্ত নাই হেথা,
তাই পাখী নীরবে রয়েছে !
আমি কে ?
ঊষা এল—সেত কেঁদে গেল ;
ভানু এল—সেও কেঁদে গেল ;
নিশি হেসে এসে কেঁদে ফিরে যায়

সবে হেসে থাকে কাঁদেও সবায় ;
সুধু কাঁদে হাসে সুধু আসে যায় !
সুধু ভেসে আসা—সুধু ভেসে যাওয়া ;
মিছে কেঁদে কেঁদে ফিরে ফিরে চাওয়া ;
মিছে দেখা দেখি মিছে হাসি পাওয়া ;
সুধু যাওয়া আসা সুধু ঢেউ খাওয়া।
আমি কে ?
সাগরের বারি বিন্দু আমি,
হেসে উঠে পুনঃ ভেসে যাই ;
ধেয়ে চলি আকাশের পানে,
জল বিম্ব জলেতে মিশাই।
আমি কে ?
অতি ক্ষুদ্র বায়ু কণা আমি,
শূন্য ভরে সদা বয়ে থাকি ;
হেথা হোথা ছুটে যাই কত,
আবার সমীরে মিশে থাকি।
আমি কে ?
আমি তারা অনন্ত আকাশে,
ভেসে ভেসে কূল নাহি পাই,
নিশি আসে হাসি পাই প্রাণে ;

নিশি শেষে ফুরাইয়া যাই।
আমি কে ?
ক্ষুদ্র আমি—ক্ষুদ্রতম আমি ;
সে অনন্ত সমষ্টি আমার ;
কোটি কোটি আমি মিলি অনন্ত সংসার ;
পোড়া প্রাণ মিশিতে পারে না,
তাই সে অনন্ত হারা ;
আমি যেন কেউ নই অনন্তের আর ;
অনন্তের আঁধারে মিলন,
ভয়ে ভয়ে ক্ষুদ্র প্রাণ কাঁদে,
দেখি সে অনন্ত অন্ধকার।
আমি কে ?
অনন্ত আঁধার !
আমি আঁধারের পরমাণু,
আমি অনন্তের পরমাণু,
কোটি কোটি আমি মিলি
ওই সে অনন্ত অন্ধকার !
তবে কেন ভয় হয় প্রাণে
ভাবিলে সে অন্ধকার !
হায় আমি অনন্ত পাসরা,

হায় আমি আত্ম-হারা,
তাই বুঝি দুঃখ ভয়,
করিতেছি হাহাকার!

অনন্তের হাওয়া।

হাওয়া হতে সাধ হয় প্রাণে,
দূরে দূরে দূরে উড়ে যাই;
সীমাবদ্ধ জগৎ মন্দিরে,
শৃঙ্খলিত পদে আছি পড়ে,
ইচ্ছা হয় শৃঙ্খল ঘুচাই;
ইচ্ছা হয় জগৎ ছাড়িয়া,
(অনন্তের হাওয়া যদি পাই)
অনন্ত অনন্ত পানে ধাই।
অনন্তের অনন্ত আকাশে,
সে অনন্ত শশাঙ্ক উদয়,
এ জগতে কলঙ্কী সে চাঁদ,
হেসে হেসে ক্ষয় হয়ে যায়।
প্রাণ যেন কি ভাবে বিভোর,

প্রাণ যেন কিসে মাতোয়ারা,
শান্তি নাহি পায়।
অনন্তের অনন্ত আঁধারে,
রবি ডোবে, চাঁদ ডোবে.
তারকা নক্ষত্র ডোবে,
ডুবে থাকে কিরণ টুটে না,
(ফুল ফোটে আঁখি ত মেলে না)
কিবা আলোময় ওই অন্ধকার !
জগতের অন্ধকারে মন ভেসে যায়,
সীমাবদ্ধ জগতের,
সীমাবদ্ধ আঁধার মাঝারে,
ডোবা নাহি যায় !
জগতের সেই ভাঙা গান,
ভাঙা ভাঙা সেই স্বরের তান,
বাজে আসি এই বুকের দুয়ারে,
ভেঙে যায় বুক ব্যথার ঘায় !
ভাঙা বাঁশরীটি বাজায়ে বাজায়ে,
ভাঙা কথা দুটি শুনায়ে শুনায়ে
বিষাদের সেই সাথী গুলি যত,
মুখ দেখে তারা চিনে লয়।

চেনা মুখ গুলি দেখায়ে দেখায়ে,
মেঘ ভাঙা আলো ঢাকা দিয়ে দিয়ে,
জোনাকীর ওই কিরণ ছড়ায়ে,
স্মৃতি গুলি যত জাগিয়ে উঠিয়ে,
আঁধারে আমারে কাঁদাতে চায়।
মলয়ের সেই মৃদুল সমীর,
সারাটী জগতে কতই বয় ;
প্রাণের বেদনা কিছুতে ঘোচে না,
না যায় যাতনা প্রাণ না জুড়ায়।
কুহক স্বপন আশার ছলনা
সারাটী জগতে বিষাদ ভরা,
সুধুই যাতনা সুধুই বেদনা
সুধু ইন্দ্রজাল কুহকে ঘেরা।
অনন্তের জীবনে মরণ,
অনন্তের মরণে জীবন
না জানি সে অনন্ত কেমন ?
অনন্তের আঁধারে মিলন ;
আঁধারে আলোকে মেশা মিশি ;
সে আলোকে অনন্ত আঁধারে
জগৎ ফুটিছে ধীরে ধীরে !

আঁধারে কথাটি নাহি ফোটে ;
সাগরে তরঙ্গ নাহি উঠে !
সে অনন্ত শান্তি নিকেতন,
সেথা স্থধু প্রেমের মিলন।
জগতের ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়া,
চলে যাব ক্ষুদ্র প্রাণ নিয়া,
সে মধুর হাওয়া সনে মিশি
অনন্তের পানে যাব ভাসি।
প্রাণের সন্তাপ নাহি রবে ;
ব্যথা যত সব সেরে যাবে।
ডুবে রব শান্তির সাগরে,
ভেসে ভেসে আসিব না ফিরে।
সুখ দুঃখ কিছু নাহি সেথা,
কুহকের নাই কপটতা ;
নাহি আশা, স্বপ্ন নাহি ফোটে,
দুঃখের তরঙ্গ নাহি উঠে।
অনন্তের জীবনে মরণ ;
অনন্তের মরণে জীবন।

স্বপ্ন।

ভেসে যাই স্রোতের টানে,
ভেসে যাই স্রোতের সনে,
কোথা যাই কেউ না জানে,
পাখীরা গান গায়।
স্রোতের আর টান মানে না,
মাঝিত হাল ধরে না,
দাঁড়িরা দাঁড় ছেড়ে দে
বাতাস পেয়ে ঘুমিয়ে রয়!
নদীর গায় বাতাস লেগে,
ঢেউ গুলি উঠ্‌ছে জেগে,
নেচে নেচে বেড়ায় ছুটে,
ঢেউ লাগে মোর তরীর গায়।
আমার এই শুক্‌না তরী,
ঢেউ লেগে ভিজে গেছে,
হাওয়া আজ আমার কাছে
কমল ফুলের গন্ধ বয়।
ছুটেছি ভাঁটার টানে,
কোথা যাই কেউ না জানে,

স্রোতের বেগে, থামেনারে,
কোথায় টেনে নিয়ে যায়
মিলেছে চাঁদের মেলা,
ওইত ওই সুরবালা,
গলায় দোলে তারার মালা,
মুখ ঢাকা ওই জানালায়।
এইত এই স্বর্গ নদী,
ছুটেছে সাগর পানে,
ওইত ওই সাগর পারে
স্বরগ পুরী দেখা যায়।
স্বর্গে ওই বাঁশী বাজে,
সুর গুলি ভেসে আসে,
সুর গুলি বুকে বাজে,
পশে প্রাণের নিরালায়।
ওইত ওই দেবের মেয়ে,
বাঁশীর সুরে সুর মিলায়
বাঁশীর ওই মধুর গান,
সুরের ওই কোমল তান,
বাতাসে মিশে যায়।
মধুর ওই সুরের তানে,

ঢেউ গুলি জেগে উঠে,
গানের তান শুন্‌তে চায়।
গানের তান শুনে শুনে,
তানের এই বাতাস পেয়ে,
স্রোতের টানে ভেসে যায়।
আমার বুকের পর দিয়া,
গানের বাতাস চলে যায় ;
আমার এ তরীর গায়,
গানের সে ঢেউগুলি লাগে,
গানের সে স্বরগুলি,
সে মধুর বোলগুলি,
বুকের দুয়ার দিয়া
পশে নিরালায়।
তরী মোর ছুটেছে জোয়ারে
জোয়ারের টানে ভেসে যায়।
আমার তরীর গায়,
আমার বুকের পরে
তারাফুল বরিষণ হয়।
তারামর ঘরগুলি ওই দেখা যায়।
ওই যে স্বরগবাসী কতই নীরব কথা কয়।

আমার তরীর আর,
এ হেন নাইকো অবসর
দু'টি কথা শুনে লয়,
উজ্জ্বল সে ঘরগুলি,
অচেনা সে মুখগুলি
একবার দেখে লয়,
অবিরাম অবিশ্রাম স্থধু ভেসে যায়।
এইত স্বরগ ছাড়ি এসেছি কোথায়,
স্বর্গের সে আলোগুলি দেখা নাহি যায়।
স্বর্গের সে বাঁশী নাহি বাজে,
ফুলের মধুর বাস
ভুলেও পশেনা আসি
এ অনন্ত আঁধিয়ায়।
বাঁশী নাই, গান নাই, তারা নাই, আলো নাই,
কিছুইত নাইকো হেথায়।
নাই সে স্রোতের টান,
স্থধু এ তুফান মাঝে
বড় ভয় হয়;
আর আমি ভাসিতে পারি না,
অন্ধকারে ডুবিতেছি হায়।

আমার মাথার পর দিয়া,
আমার বুকের পর দিয়া,
বুকখানি দলিয়া দলিয়া
তরঙ্গেরা চলে যায় !
বুক ভেঙে গেল আর নাহি সয়।
নাহি হেন অবসর,
একটি নিশ্বাস ছাড়া যায় ;
এ আঁধারে আলোকে যাবার
একটিও পথ খোঁজা যায় !
প্রাণের উপর দিয়া
সাগর তরঙ্গগুলা
সুধু আসে যায় !
গেল বুক ভেঙে গেল হায় !
ওকি শব্দ—শব্দ শুনা যায় ?
অনন্ত সাগর মাঝে
কিসের এ গরজন
এ অনন্ত আঁধিয়ায় ?
বুঝি ডাকে ওই অন্ধকার,
ভৈরব নিনাদ ছাড়ি
তরী মোর সাগরে ডুবায় !

বুক কাঁপে—বড় ভয় হয় ;
কোথা যাব-পালাব কোথায় ?
মুখে আর কথাটি সরে না,
সুধু বুক ফেটে যায় !
কে কোথায় ? কেউত এলো না ;
কারো সনে দেখাত হল না ;
আয়ু বুঝি ফুরায় ফুরায় !
তরী গেল—ডুবে গেল গো,
পথ নাহি পায়।
কেঁদে কেঁদে ঘুম ভেঙে গেল,
কিছুইত নাহি দেখা যায়।
সুধু কাঁদে প্রাণ—সুধু ব্যথা পায় !!

ভগ্নতরী।

বিষাদসাগরে সঁপিয়াছি তরী
কে যাবিরে তোরা আয় আয় !
দুঃখের নিশান তুলিয়া তুলিয়া,
বিষাদের জয় গাহিয়া গাহিয়া
কে যাবিরে তোরা আয় আয় !
সুখ চিহ্নগুলি মুছিয়া মুছিয়া,

সুখ আশা যত সব তেয়াগিয়া,
দুঃখের বাঁশরী বাজায়ে বাজায়ে
যাবি যদি কেউ আয় আয় আয়।
দীপ-শিখাগুলি সব নিভাইবি,
ফুলগুলি সব ছিঁড়িয়া ফেলিবি,
এ জনমে আর হাসিতে পাবি না,
চিরদিন সুধু কাঁদিতে থাকিবি ;
ঘুচিবে না তোর প্রাণের বিষাদ,
পূরিবে না তোর মনের সাধ ;
জ্বলিয়া পুড়িয়া কেবলি মরিবি,
কেবলি কাঁদিবি যাতনায় ;
যাবি যদি কেউ আয় আয় আয়!!
এমন দুঃখের আঁধার-সাগরে,
যেতে যদি কারো সাধ হয় ;
বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতে,
প্রাণে যদি কারো সাধ হয় ;
আয় ত্বরা তবে চলে আয়!
ভাঙা তরী লয়ে এসেছি সাগরে,
ঢেউ লেগে লেগে ভেঙ্গেছে হাল ;
দম্‌কা বাতাসে ছিঁড়ে গেছে পাল ;

বিষাদ তরঙ্গ ঘুরিয়া ফিরিয়া
লাগিছে আমার তরীর গায়।
সে তরঙ্গগুলা কাঁদিতে জানে না,
সে তরঙ্গগুলা কাঁদিতে পারে না,
ছুটে আসি স্বধু মিশিয়া যায়।
সুখ-সাগরের ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি,
পথভুলে বুঝি এসেছে হেথায়।
পথ পাবে বলে করি ছুটাছুটি,
থেকে থেকে তাই মুখ জাগায়।
বিষাদের তরী বিষাদে নাচিয়া,
বিষাদের রাশি ভেদিয়া ভেদিয়া,
বিষাদ-বাতাসে ভাসিয়া যায়।
যাবি যদি কেউ আয় আয় আয় !!
ভাঙাতরী মোর সাগরে ভাসিতে
প্রাণে নাহি পায় ভয়,
স্বধুই ভাসিতে চায় ;
তরঙ্গের তালে নাচিয়া নাচিয়া,
তরঙ্গের রাশি ভেদিয়া ভেদিয়া
ডুবিয়া থাকিতে চায় ;
যাবি যদি কেউ আয় আয় আয় !!

উপহার।

অন্ধকার অনন্তে মিশেছে,
সে অনন্ত অন্ধকার ;
আঁধারের পদধূলা,
চঞ্চল বিষাদগুলা,
ঘিরিয়াছে হৃদয়ে আমার।
অন্ধকারে যেতে সাধ হয়,
মিশে সেই অনন্ত আঁধারে,
চাই সদা ডুবিয়া থাকিতে,
প্রাণ যেন কেন ভয় পায় ?
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলো রেখাগুলি
চারি দিকে ওই দেখা যায়,
ওই আলো ভেদিয়া ভেদিয়া
বিষাদের বিষ লাগে গায়।
কেঁদে মরে বিষণ্ণ হৃদয়।
কি যেন কি বাতাসের টানে
না পারি সে আঁধারে ডুবিতে,
পড়ে আঁখি ক্ষুদ্র আলো পানে
ভেসে যাই কোথায় কোথায় !

আঁধার সাগর মাঝে,
রাশি রাশি আঁধার ভেদিয়া,
কোথা হতে এ বাতাস আসে ?
ডুবিতে পারি না আঁধিয়ায় !
সে আঁধার সাগরের বুকের উপরে
চঞ্চল তরঙ্গগুলা.
নিশি দিন করে খেলা,
হাওয়া এসে দেখা দিয়ে পাগল ক্ষেপায়
ওই আলো রেখা দেখে,
ওই বাতাসের টানে
স্থধু খেলা করে তারা বিরাম না লয়।
দেখিয়া আলোক রেখা
মনে কত ভাব উঠে ;
এই বুঝি ঘুচে দুখ
প্রাণের বিষাদ টুটে ;
এই বুঝি স্বর্গ দেখা যায়,
স্বর্গের বাতাস লাগে গায় ;
স্বর্গের ফুলের বাস
সমীর কতই বয় !
সব শূন্য সব শূন্য কেঁদে আশা সরে যায়

এমন অনেক স্বর্গ
　　মনে হয় পলে পলে,
বিষাদ তরঙ্গরাশি
　　কতই উঠে উথলে ;
সাধ হয় চলে যাব
　　আলোগুলা পাছে ফেলে।
চঞ্চল তরঙ্গগুলা
　　খেলাইবে ভেসে ভেসে ;
আমি আঁধারের সনে
　　এক হয়ে যাব মিশে।
প্রাণের সুখ দুঃখ
　　প্রাণের বিষাদগুলা,
কিছুই রবে না আর
　　ভুলে যাব যত জ্বালা ;
এস তবে অন্ধকার
　　দীন হীন ডাকি আমি,
থেকোনা হে অত দূরে
　　নিকটে এস না তুমি।
প্রাণের বিষাদ রাশি
　　বিষাদের অশ্রুধারা,

সঁপিলাম অন্ধকারে
দুখী আমি আত্মহারা ;
শুকায় শুকাবে অশ্রু
অন্ধকারে মিশে যাবে,
ওই অনন্তের কোলে
আঁধারে ঘুমায়ে রবে।
দেখিও অশ্রুর গায়
মলিন এ মুখ-ছায়া,
আর উঠিবে না জেগে
চঞ্চল সুখের মায়া ;
চরণের ছায় তব
ওরা তবে থাক্ পড়ে ;
ডুবাও আমারে আসি
সে অনন্ত অন্ধকারে !!

সম্পূর্ণ।